৩১

তারিখ 01 MAY 1998
পৃঃ ২ কলাম ৪

ভোরের কাগজ

ঢা.বি. উপাচার্যের সঙ্গে দুই সংগঠনের পৃথক বৈঠক

ছাত্রদলের ধর্মঘট ৭ মে পর্যন্ত বর্ধিত ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে দারুণ উদ্বেগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে গতকাল উপাচার্য ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে ছাত্রদলের নেতারা কিছু দাবি পেশ করে উপাচার্যকে এগুলো বাস্তবায়নের দাবি জানান।

অন্যদিকে ছাত্রলীগের নেতারা বলেছেন, ছাত্রধর্মঘট প্রত্যাহার না করা হলে তাঁরা ছাত্রদলের সঙ্গে বৈঠকে বসবে না। এদিকে ছাত্রদল আহূত ধর্মঘটের তৃতীয় দিনে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড বন্ধ ছিল।

গতকাল বিকালে ছাত্রদল আগামী ২ মে থেকে ৭ মে পর্যন্ত আবার সর্বাত্মক ছাত্রধর্মঘট আহ্বান করেছে। এর ফলে আগামীকাল শনিবার অনুষ্ঠেয় ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি মাইক্রোবাস বিএনপি কার্যালয়ে প্রেরণ করে। পুলিশ প্রহরায় এই মাইক্রোবাস দিয়ে ১১ জন ছাত্রদল নেতা উপাচার্যের বাসভবনে আসেন এবং প্রায় এক ঘন্টা ধরে তারা ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করেন। সভা সূত্র জানায়, ছাত্রদল উপাচার্যের কাছে বহিরাগতদের উচ্ছেদ, এ্যানিসহ গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি, আহত ছাত্রদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ও লুটপাটকৃত মালামালের ক্ষতিপূরণ, পার্থপ্রতিম হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং নির্যাতনকারী পুলিশদের শাস্তি দাবি করেন। আলোচনা শেষে ছাত্রদলের নেতারা পুলিশ প্রহরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মাইক্রোবাসে করে বিএনপি কার্যালয়ে ফিরে যায়।

রাত ৮টা থেকে ৯ টা পর্যন্ত উপাচার্য ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম জানান, সকল বৈধ ছাত্রকে হলে তোলা এবং বহিরাগতদের হলে না রাখার ব্যাপারে তারা উপাচার্যকে সহযোগিতা করবে। তবে এ্যানির মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত হওয়ায় এ বিষয়ে তাদের কিছু করার নেই বলে তিনি জানান। সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না জানান, আবারো ধর্মঘট আহ্বান প্রমাণ করে ছাত্রদল সমস্যা নিরসনে আন্তরিক নয়। তিনি আরো জানান, ধর্মঘট প্রত্যাহার না করা হলে, কোনো সমঝোতা বৈঠকে ছাত্রলীগ বসবে না বলে উপাচার্যকে জানানো হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, আগামী ২/১ দিনের মধ্যে তিনি ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলকে নিয়ে একত্রে বৈঠকে বসবেন।

তবে ছাত্রদল নেতা নাসিরউদ্দিন অসীম ভোরের কাগজকে জানান, ছাত্রদল ছাত্রলীগের সঙ্গে কোনো বৈঠকে বসবে না। তারা উপাচার্যের আহ্বানে উপাচার্যের সঙ্গেই বৈঠকে বসবে। উপাচার্যের গৃহীত পদক্ষেপের ভিত্তিতেই তারা সমঝোতায় যাবে।

আগামীকাল শনিবার অনুষ্ঠেয় প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রদল ইতিমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছে, ভর্তি পরীক্ষা ছাত্রধর্মঘটের আওতাভুক্ত। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বলেন, বিষয়টি আমার একার বিষয় নয়। ভর্তি কমিটি রয়েছে। আমি একা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আগামী ২ মে থেকে ৭ মে পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রধর্মঘট আহ্বান করেছে। গতকাল বিকালে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন নবী সোহেল এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সম্মেলনে তিনি আরো বলেন, ক্যাম্পাস থেকে বহিরাগতদের বহিষ্কার ও গ্রেপ্তার, এ্যানিসহ গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি ও বের করে দেওয়া ছাত্রদের হলে তুলে দেওয়ার দাবিতে ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের কোনো দাবি বাস্তবায়িত হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাসে ছিনতাইকারী, খুনি, চাঁদাবাজদের রেখে অস্ত্রের মুখে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন রক্ষা করা এবং ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির দাবিতে এই ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এদিকে গতকাল সকালে ছাত্রদলের একদল ছাত্রী উপাচার্যের কার্যালয় প্রশাসনিক ভবনের সামনে একত্রিত হয়ে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মিছিল ও উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। তারা সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার, এ্যানির মুক্তি ও বৈধ ছাত্রদের হলে তুলে দেওয়ার দাবি জানান। জসীম উদ্দীন হলে পুলিশি নির্যাতন এবং পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ছাত্রদের গা খালি করে বসিয়ে রাখার ঘটনার প্রতিবাদ না জানানোর জন্য তারা মৌখিকভাবে উপাচার্যকে নিন্দা জানান।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান অচলাবস্থা নিরসন, হল দখলের অবসান, সন্ত্রাসীদের তালিকা প্রণয়ন, বহিষ্কার ও গ্রেপ্তারসহ নানান দাবিদাওয়াতে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢা. বি. ক্যাম্পাস বিভিন্ন সংগঠনের অনশন, সমাবেশ ও মিছিল, মিটিঙে মুখর ছিল। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ঢা. বি. শাখা, ছাত্রলীগ (চু-ক), সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশন, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী, জাতীয় ছাত্রদল ও ছাত্র ঐক্য ফোরাম পৃথক পৃথক মিছিল, সমাবেশ করে।